দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... AUG-2 ... 1999 ..
পৃঃ ৩ ... কলাম ... ৬ ...

26

পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ

বাসস ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাবলিক পরীক্ষায় নকল ও অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বন প্রতিরোধ এবং অতি দ্রুত ফল প্রকাশের লক্ষ্যে পরীক্ষা পদ্ধতিকে কম্পিউটারাইজড করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে আগামী ২০০২ সালের মধ্যে প্রচলিত প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্তন করিয়া বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজন-

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

পাবলিক পরীক্ষায়

(৩য় পৃঃ পর)

শীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার নায়েম মিলনায়তনে 'পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি' শীর্ষক এক কর্মশালায় এই কথা জানানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার আগে মন্ত্রণালয় পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে এ ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রধানত গণমাধ্যম কর্মী ও শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এই কর্মশালায় যোগ দেন। কর্মশালায় পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ২৩ দফা পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানানো হয়। গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মধ্যে রহিয়াছে বিজি প্রেস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও সংরক্ষণ অংশে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানোর মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক মনিটরিং, প্রশ্নপত্র গণনা ও প্যাকেটজাতকরণের কাজ আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়েছে। কম্পিউটার কম্পোজের কাজ শেষ হওয়ার পর পরই পিসি হইতে দ্রুত মুছিয়া ফেলা, ছাপার প্লেট একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ও তত্ত্বাবধানে দ্রুত নষ্ট এবং এই বিনষ্টকরণের পূর্ণ বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে একটি রেজিষ্ট্রারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি

ইহাছাড়া প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে বিজি প্রেসের গোপনীয় শাখায় যেখানে প্রশ্নপত্র প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাত করা হয় সে এলাকাটি 'ডবল প্রটেকটেড' করার জন্য দুইটি দেয়াল এবং ট্রেজারীর মত ডবল লক সিষ্টেম চালু করার প্রস্তাব বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রাইভেট কলেজে সীমানা প্রাচীর না থাকিলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হইয়াছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলমাল সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী দণ্ড প্রদানের জন্য প্রশাসন ও বোর্ডসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষায় নকলে সহায়তাদানকারী এবং নকল প্রতিরোধে অপারগতার জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ প্রদান বন্ধসহ প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। বোর্ডগুলিকে এ ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।